এভারেষ্ট সিনে কর্পোরেশনের
পরিতাপ

এভারেষ্ট সিনে কর্পোরেশন্ (প্রাইভেট) লিমিটেডের দ্বিতীয় নিবেদন

পঞ্চতপা

প্রযোজনা : বিদ্যাভূষণ

কাহিনী ও সংলাপ : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : নির্মল ভট্টাচার্য্য ও ভি, বালসারা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসিত কুমার সেন**

চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র
সম্পাদনা : তরুণ দত্ত
শব্দগ্রহণ : বানী দত্ত ও দুর্গা মিত্র
সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী
শিল্প-নির্দ্দেশক : এস, রামচন্দ্র
রূপসজ্জা : নৃপেন চ্যাটার্জী
স্থিরচিত্র : শিল্পমন্দির ও ষ্টুডিও এভারেস্ট
প্রচার : রঞ্জিৎকুমার মিত্র
বিভাস সোম
অর্কেষ্ট্রা : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
ব্যবস্থাপক : ননী দাসগুপ্ত

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনায় : সুখময় সেন
অমিত সরকার
পার্থ প্রতিম চৌধুরী
চিত্রগ্রহণে : আশু দত্ত
শব্দগ্রহণে : ঋষি বন্দোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : প্রশান্ত দে
শিল্প-নির্দ্দেশনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
ব্যবস্থাপনায় : ঝন্টু, মালাকার
জুগারাম, গোকুল
দৃশ্যপট অঙ্কন : বলরাম চ্যাটার্জী
নবকুমার কয়াল

গীত রচনা : শ্যামল গুপ্ত নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত : গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে ক্যালকাটা মুভীটোন ও টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিও'তে
গৃহীত ও বিজন রায়ের তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস
ল্যাবরেটরীজ লিঃ এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :

জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

কাহিনী

জল আসছে। সাত্তনা জানত জল আসবে। এ অপেক্ষা, এ তৃষ্ণা মিটিয়ে জল যে দিন আসবে সাত্তনার স্বপ্ন সেদিন সার্থক হবে।

তাই সাত্তনার চোখে ঘুম নেই, এ বাঁধ গড়ার কাজে তার উন্মুখতা দেখে সবাই ভাবে—'কেন' ? সাত্তনার জীবনে তৃষ্ণার দাম ভয়ানক। সাত্তনা দেখেছে মানুষ জলের অভাবে কি ভাবে মরে। কুসংস্কার কি ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে মানুষকে—তাই সাত্তনার এ যুদ্ধ।

এ যুদ্ধ ছিল আর একজনের—সোমনাথ : ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ তার যুদ্ধ ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে। সোমনাথ কাজ ক'রত আগে এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে তাকে উর্দ্ধমুখী জীবনের আশ্বাস দিয়েছিলেন নীলার বাবা। নীলা ছিল নীলা প্রকৃতির। যাকে করুণা করে তাকে সম্রাট ক'রে দেয়, আর যাকে তার ভাল লাগেনা তার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। নীলার বাবা উচ্চাশা দিয়েছিলেন সোমনাথকে। তাকে অর্থ দিয়েছিলেন কিন্তু মর্য্যাদা দেননি, উপলব্ধি ক'রলে সোমনাথ এক তুচ্ছ হিসাবের গোজা-মিলের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিবাদ জানালে, অস্বীকার ক'রলে মিথ্যা কথা ব'লতে। অবাক হ'ল নীলা—এত স্পর্দ্ধা হ'ল কি ক'রে সোমনাথের। নীলার ব্যবহারে আহত হ'ল সোমনাথ। কাজে ইস্তফা দিয়ে সংকল্প ক'রলে বড় হবে নিজের ক্ষমতায়—তাই সোমনাথের এ যুদ্ধ।

সোমনাথকে দেখলে সাত্তনা। বাঁধ গড়ার কাজে এ কর্ম্মময় মানুষটাকে বড়

ভাল লাগে তার। এত সহজ লোক। অসুস্থ হ'য়ে পড়াতে ওর বাবার কাছে এসেছিল একবার। সাত্বনার বাবা সামান্য ওভারসিয়ার। কিন্তু সোমনাথকে দেখে বুঝতে পারেনি সাত্বনা এ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ভেবেছিল সামান্য কর্ম্মচারী একজন।

সাত্বনার বাবা ওকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন—'স্যার'

অবাক হ'ল সাত্বনা—লজ্জিত হলো ভয়ঙ্কর।

বেরোবার সময় ক্ষমা চাইলে সোমনাথের কাছে।

কিন্তু সোমনাথ হাসলে—পদস্খলন তার ভালই লেগেছে।

সময়ের চাকা ঘুরে যায়, বাঁধ গড়ার কাজ এগিয়ে যায়। সাত্বনা থাকে সোমনাথের সাথে, বাঁধ গড়ার কাজ এগিয়ে যায়। সাত্বনা থাকে সোমনাথের সঙ্গে, বাঁধ গড়ার কাজে সবাইকে দেয় অনুপ্রেরণা।

সাত্বনাকে নিয়ে আর একজনও স্বপ্ন দেখে—সে হ'ল নরেন। সোমনাথের বন্ধু এবং সহকর্ম্মী। নরেন সাত্বনাকে দেখে অবাক হয়, এত উৎসাহ পেল কোথা থেকে!

সাত্বনা কোনদিন ভালবাসেনি নরেনকে। বিশ্বাস ক'রত শ্রদ্ধা ক'রত; আর সোমনাথকে—সাত্বনা জানত না ঠিক্। তবে সে ভাবত সোমনাথের আর তার স্বপ্ন এক। সে ভালবাসে সোমনাথের কর্ম্মকে, শ্রদ্ধা ক'রত তার শক্তিকে, এ যেন আদর্শের স্পর্শমনি ছুঁয়েছিল তাকে—বা সোমনাথকে সোনা করেছে।

কিন্তু সাত্বনা এক কঠিন আত্মপ্রশ্নের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো।

নীলা এল আবার—আত্মসমর্পন ক'রবে সোমনাথের কাছে।

কিন্তু নরেন জানত—জানত নীলার এ আত্মসমর্থণ সোমনাথকে কর্ম্মচ্যুত ক'রবে। কথা প্রসঙ্গে একথা একদিন সাত্বনাকে বলেছিল।

সাত্বনা ধরা প'ড়ে গেল নিজের কাছে। সোমনাথকে কি ক'রে বলবে? নীলার সঙ্গে সাত্বনা দেখা ক'রলে। ব'ললে তাকে সব। ব'ললে সোমনাথের কথা—জানালে নীলার আর প্রয়োজন নেই, নীলা বিশ্বাস ক'রলে না। প্রশ্ন ক'রলে নরেনকে—জবাব পেল—নীলা সোমনাথকে ছেড়ে চ'লে গেল।

সোমনাথ শুনলে সব। সাত্বনাকে ক্ষুব্ধ হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলে কেন সে এ কাজ ক'রলে। সাত্বনা জানালে তার সাধনার কথা। কত বড় স্বপ্ন এ বাঁধ গড়ার মধ্যে—আর জানালে যেদিন বাঁধ গড়াশেষ হ'য়ে যাবে সোমনাথকে মুক্তি দেবে সে, কোনদিনও সে ফিরে আসবে না নীলা-সোমনাথের অন্তরায় হয়ে।

সমস্ত পৃথিবী একাকার হ'য়ে গেল সোমনাথের সামনে। সাত্বনাকে নিজের কথা ব'লতে গিয়ে দেখলে সাত্বনা সেখানে নেই।

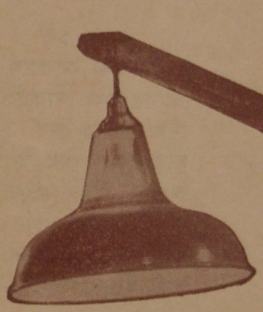

খবর এল হঠাৎ বাঁধের একটি দুর্ব্বল ক্ষতিগ্রস্ত দিক ধ্বসে প'ড়েছে সোমনাথ সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল—দুর্ঘটনায় প'ড়লে; বাঁচাতে গিয়ে সাত্বনা নিজে গহ্বরে পড়ল। সোমনাথকে নিয়ে সবাই তখন ব্যস্ত—সাত্বনার কথা কারুর মনে নেই, সাত্বনার বৃদ্ধ পিতা যখন তাকে দেখতে পেলেন না, ছুটে গেলেন গহ্বরের কাছে—, কিন্তু পাতাল প্রবেশ হয়েছে কন্যার, বৃদ্ধ জনক পারলেন না তাকে তুলে আনতে...।

জল এল—বাঁধ গড়া হ'ল। স্বপ্ন ঘটনায় রূপান্তরিত হ'ল। সোমনাথের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাত্বনার সাধনা রইল বেঁচে। সোমনাথের জীবন জুড়ে রইল সে—চিন্তাকে দিল শক্তি, বুদ্ধিকে দিল হৃদয় আর জীবনকে দিল আস্বাদ।

জীবন যাদের লভিছে শান্তি এ মহা-সৃষ্টি মাঝে
তাদের লাগিয়া অর্ঘ্য সাজায়ে এ সৌধ বিরাজে

সঙ্গীত

(১)

যারে ধোঁয়া আকাশে যা –
চোখের জল আকাশে যা—
সেথায় গিয়ে মেঘ হ
সূয্যি ঢেকে মেঘ হ
আয়রে পবন ধেয়ে
মেঘ করেচে ছেয়ে
পবন মেঘে মিতালি
মাটি হল শীতালি—

(২)

কখন এলাম কেন যে এলাম
কে জানে—কে জানে
এ ভাঙ্গা-গড়ার লীলায় আমায়
কে টানে কে জানে
মন যদি চায় খেলে সারাবেলা
আকাশ-আকাশ খেলা—
ভ'রে দু'নয়ন সবুজ স্বপন
কে আনে, কে জানে
সুরু হলো যার সাড়া হবে তার
কি ভাবে
যত ভাবি হায় তত ভুল হয়
হিসাবে
সময়ের নদী যদি যায় বয়ে
চির উদাসীন হয়ে
চেয়ে মোরজয়, নিজে পরাজয়
কে মানে কে জানে ॥

রূপায়নে :

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ॥ শুক্লা সেন ॥ চন্দ্রাবতী ॥ পদ্মাদেবী ॥ সীতা সেন গুপ্তা
পাহাড়ী সান্যাল ॥ কমল মিত্র ॥ অসিতবরণ ॥ প্রশান্ত কুমার ॥ অমৃত
দাশ গুপ্ত ॥ মৃণাল বসু ॥ পার্থ প্রতিম ॥ রবি বসু ॥ জ্ঞান মিত্র
পারিজাত বসু ॥ মিঃ আনোয়ার ॥ মদন সরকার
অবিনাশ ॥ উমা ও আরো অনেকে।

সঙ্গীতমুখর শ্রেষ্ঠ চিত্র গঠনপথে!

কণ্ঠ-সংগীতে :

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

(ভারতীয় চিত্রে এই প্রথম)

- ওস্তাদ আমীর খাঁ
- শ্রীমতি হীরাবাঈ বারোদকর
- শ্রীমতি মাণিক বর্ম্মা
- শ্রীমতি সন্ধ্যা মুখার্জ্জী
- কণিকা ব্যানার্জ্জী (রবীন্দ্র সংগীত)
- প্রোঃ এ, টি, কানন • প্রসূণ ব্যানার্জ্জী
- মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এবং সমবেত সংগীতে আরও ৫০ জন

যন্ত্র সংগীতে :

- পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ (তবলা লহরা)
- কেরামতুল্লা খাঁ (তবলা লহরা)
- বিসমিল্লা খাঁ ও সম্প্রদায় (সানাই)
- ওস্তাদ সামসুদ্দিন ও শাগিরউদ্দিন
- ওস্তাদ লড্ডন খাঁ
- পণ্ডিত শামু মিশ্র

এবং 'কথক' নৃত্যে

রোশন কুমারী

বিকাশরায় প্রোডাকসন্স
প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত
অনিলবরণ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে

বসন্ত বাহার

• জনতা রিলিজ •

পরিচালনা— বিকাশ রায়

চিত্রনাট্য— নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত— জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

প্রযোজনা— অসীম পাল

রঞ্জিৎ কুমার মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত, জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড, ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।